১. কাক, হরিণ ও শেয়ালের গল্প

রাজশেখর বসু

পড়ুয়ারা এই গল্পটি পড়ে নিজের বিচার ও বিবেচনা কাজে লাগিয়ে নিজেদের মতামত অ্যাত্মবিশ্বাসের এর সাথে প্রকাশ করতে পারবে। ব্যাকরণের যে যে অংশগুলো তারা পড়েছে এবং পড়ছে, সেই অংশগুলো তারা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারবে।

অনেকদিন আগে, এখনকার পাটনার নাম যখন ছিল পাটলীপুত্র, তখন সেখানে সুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজসভায় বিষ্ণুশর্মা নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। লেখাপড়ায় রাজপুত্রদের একেবারে মন ছিল না। বিষ্ণুশর্মা এদের পড়াশুনোর ভার নিলেন। বিষ্ণুশর্মা ভেবে দেখলেন, যদি এখন রাজপুত্রদের লেখাপড়া শেখাতে যাই, তবে তারা পালাবে। বরং প্রথমে কিছুদিন ভালো ভালো গল্প বলে তাদের মন জয় করি। এইরকম একটি গল্পই এখন তোমরা পড়বে।

বলা হয়ে থাকে, 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'হিতোপদেশ' দুখানি বইয়েরই লেখক বিষ্ণুশর্মা। পঞ্চতন্ত্র থেকেই হিতোপদেশের গল্পগুলির উৎপত্তি। নীচের গল্পটি 'হিতোপদেশের' গল্প।

চম্পকাবতী বনে একটি হরিণের সঙ্গে একটি কাকের খুব ভাব ছিল। একদিন এক শেয়াল হরিণকে দেখে ভাবলে, 'বাঃ এই হরিণটা তো বেশ মোটাসোটা, এর মাংস খেতে হবে।'

শেয়াল হরিণের কাছে গিয়ে বললে, 'বন্ধু, ভালো আছ তো? আমার নাম ক্ষুদ্রবুদ্ধি। আমার সঙ্গী কেউ নেই। সেজন্য দুঃখে মরে আছি। এখন তোমাকে পেয়ে বেঁচে গেলাম। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'

হরিণ বললে, তা বেশ তো।'

তারপর হরিণ শেয়ালকে একটি চাঁপা গাছের নীচে নিয়ে গেল, সেই গাছের ডালে হরিণের বন্ধু কাক বসে ছিল। কাক বললে, 'তোমার সঙ্গে এ কে এসেছে?

Scanned with CamScanner

হরিণ বললে, 'ইনি শেয়াল, আমার বন্ধু হতে চান।'

কাক বললে, 'অজানা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।'

কাকের কথায় রেগে গিয়ে শেয়াল বললে, 'প্রথমে যেদিন হরিণের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল তখন তুমিও তো অজানা ছিল। তুমি যেমন হরিণের বন্ধু হয়েছ তেমনি আমিও বন্ধু হব।'

হরিণ বললে, 'ঝগড়ার দরকার কী, এসো আমরা একসঙ্গে সুখে বাস করি।'

একদিন সকালবেলা কাক অন্য জায়গায় গেলে শেয়াল হরিণকে বললে, 'এই বনের কাছেই শস্যের খেত আছে, চলো তোমাকে দেখিয়ে দেব। সেখানে তুমি পেট ভরে খেতে পাবে।'

হরিণ সেই খেত দেখে রোজ সেখানে গিয়ে খেতে লাগল। শস্য নষ্ট হচ্ছে দেখে একদিন চাষি সেখানে ফাঁদ পেতে দিলে। হরিণ তাতে আটকে গিয়ে ভাবতে লাগল, 'এখন বন্ধু ছাড়া কে আমাকে উদ্ধার করবে?'

হরিণ ফাঁদে পড়েছে দেখে শেয়াল ভাবলে, চাষি ওকে যখন কেটে ফেলবে তখন আমি ওর রক্তমাখা হাড় খেতে পাব। শেয়ালকে দেখে হরিণ বললে, 'বন্ধু, শিগগির আমার বাঁধন কেটে আমাকে রক্ষা করো।'

শেয়াল বললে, 'বন্ধু, এই ফাঁদ চামড়ার দড়ি দিয়ে তৈরি। আজ রবিবার, আমার নিরামিষ খাবার দিন, চামড়ায় মুখ দেব কী করে! তুমি ভেবো না, কাল সকালে যা করবার করব।' এই বলে শেয়াল চলে গেল।

সন্ধেবেলা কাক অনেক খুঁজে হরিণের কাছে এসে বললে, 'একী?'

হরিণ বললে, 'বন্ধু, তোমার কথা না শোনার এই ফল।'

কাক বললে, 'দুষ্টু শেয়াল কোথায় গেল?'

হরিণ বললে, 'সে মাংস খাবার লোভে কাছেই লুকিয়ে আছে।'

পরদিন সকালবেলা চাষি লাঠি নিয়ে হরিণকে মারতে এল।

কাক বললে, 'বন্ধু, তুমি নিশ্বাস বন্ধ করে পেট ফুলিয়ে মড়ার মতন শুয়ে থাকো, আমি ঠোঁট দিয়ে তোমাকে ঠোকরাব। আমি কা কা করে ডাকলেই তুমি উঠে দৌড়ে পালাবে।'

হরিণটা আপনিই মরে গেছে, এই ভেবে চাষি ফাঁদ খুলে ফেলল। তখন কাক কা কা করে ডেকে উঠল, হরিণ ছুটে পালিয়ে গেল। হরিণকে মারবার জন্য চাষি তার লাঠিটা ছুঁড়ে দিল, কিন্তু সেই লাঠি শেয়ালের গায়ে লাগল। শেয়াল মরে গেল।

Scanned with CamScanner

Class – VII

16/5/2020

বিষয় – বাংলা

■ আলোচ্য গদ্য :– কাক, হরিণ ও শেয়ালের গল্প

■ লেখক :– রাজশেখর বসু (ছদ্মনাম → পরশুরাম)

■ মূল গল্প :– হিতোপদেশের গল্প

■ লেখক পরিচিতি :–

■ শব্দার্থ → হিতোপদেশ → সৎপরামর্শ

ফাঁদ → পশুপাখি ধরার জাল

উদ্ধার → মুক্তি

বন্ধুত্ব → মিত্রতা

■ Home work ■

১/প্রঃ– 'বন্ধু, ভালো আছ তো? আমার নাম ক্ষুদ্রবুদ্ধি'–

ক) কার লেখা কোন গদ্যাংশ থেকে উক্ত লাইনটি গৃহীত?

খ) এখানে কার নাম ক্ষুদ্রবুদ্ধি?

(গ) সে কাকে বন্ধু বলে ডেকেছে?

২/প্রঃ– 'এখন বন্ধু ছাড়া কে আমাকে উদ্ধার করবে?'–

ক) এখানে 'এখন' বলতে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে?

খ) এখানে কে কাকে উদ্ধার করবে?

Scanned with CamScanner

Class – VII
২০|5|২০২০

|বিষয়→বাংলা|

■ আলোচ্য গদ্য→'কাক, হরিণ ও শেয়ালের গল্প'

■ Home work ■

১।প্রঃ– 'এই ভেবে চাষি ফাঁদ খুলে ফেলল'—
ক) উক্ত লাইনটি কোন গল্পের অংশ?
খ) লেখক কে?
গ) চাষি কেন ফাঁদ পেতেছিল?
ঘ) কি ভেবে চাষি ফাঁদ খুলে ফেলল?

২।প্রঃ– 'যে মাংস খাবার লোভে কাছেই লুকিয়ে আছে'—
ক) উক্ত অংশের বক্তা কে?
খ) এখানে যে বলতে কাকে বোঝান হয়েছে?
গ) শেষে তার কি পরিণতি হয়েছিল?

৩।প্রঃ– বাক্যরচনা :—
(ক) বন্ধু (খ) উদ্ধার
(গ) ফাঁদ (ঘ) চাষী

২।উঃ– (ক) উক্ত অংশের বক্তা হরিন
(খ) এখানে 'যে' বলতে ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামক শেয়ালকে বোঝান হয়েছে,
(গ) শেষে শেয়ালের পরিণতি ভালো হয় নি, কারন, শেয়াল হরিনের মাংস খাবে বলে শস্য খেতের কাছেই লুকিয়ে ছিল, হরিণ যখন ছুটে পালিয়ে গেল তখন চাষি তাকে মারবার জন্য একটি লাঠি ছুঁড়ে দিল, সেই লাঠি হরিণের গায়ে না লেগে শেয়ালের গায়ে লাগল, লাঠির আঘাতেই শেয়ালের মৃত্যু হল।

Scanned with CamScanner